দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 12 FEB
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

পুল শিক্ষকদের স্থায়ীভাবে নিয়োগদানের ব্যবস্থা করুন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিয়োগ বঞ্চিত ১৫০১৯ জন পুল শিক্ষকের মধ্যে স্বল্প সংখ্যক স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্তির জন্য হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন। ২০১৪ সালে সেই রিটের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে শিক্ষকসংক্রান্ত সকল বিজ্ঞপ্তি ও নিয়োগ জারিতে স্থগিত আদেশ দেন। অতঃপর ২০১৬ সালের ১৫ ডিসেম্বর পুল শিক্ষকগণ ১ম ধাপে ২১৯০জন এবং ২য় ধাপে ১৩০৯ জন রিট করেছিল। হাইকোর্ট শুধু তাদেরই স্থায়ীভাবে নিয়োগদানের সুপারিশ করেন। যারা রিট করেনি কিন্তু পুল-শিক্ষক হিসেবে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত ছিল এবং মেধা তালিকায় প্রথম সারিতে থাকার পরও তারা নিয়োগ পায়নি। তাদের অপরাধ তারা রিট করেনি। মেধা তালিকা উপেক্ষা করে হাইকোর্টের রায় বাস্তবায়ন করেছে দপ্তরটি। হাইকোর্টে যারা রিট করবে তারা স্থায়ী ভাবে নিয়োগ পাবে—এই রকম কথা বলছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এখন প্রশ্ন হলো, কেন একই ব্যাপারে সবাইকে রিট করে চাকরি নিতে হবে? রেজি. প্রাইমারি শিক্ষকদের বেলায় সবাইকে তো রিট করতে হয়নি—মেধা তালিকায় শূন্য পদ খালি থাকা সাপেক্ষে নিয়োগ হচ্ছে। পুল শিক্ষকদের বেলায় কেন ব্যতিক্রম হবে? সবাই তো ভাইভা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। তাছাড়া ধাপে ধাপে নিয়োগ দীর্ঘমেয়াদি একটি প্রক্রিয়া ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার—এরকম সিদ্ধান্তে নিয়োগ বঞ্চিত পুল শিক্ষকগণ হতাশায় দিন কাটাচ্ছে এবং রিট করতে যাচ্ছে। এদিকে শিক্ষক নিয়োগে হাইকোর্টের স্থগিত আদেশ থাকায় অর্ধ লক্ষাধিক পদ শূন্য—প্রাথমিক শিক্ষা হুমকি মুখে পড়েছে। এ অবস্থায় পুল শিক্ষকদের স্থায়ীভাবে নিয়োগদানের জন্য সরকারের কাছে বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

নিয়োগ বঞ্চিত পুল শিক্ষক